মাননীয় বিচারপতি ফারাহ মাহবুব

বিচারপতি, আপীল বিভাগ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

মাননীয় বিচারপতি ফারাহ মাহবুব বাংলাদেশের বিচার বিভাগের একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ও অগ্রদূত, যিনি বর্তমানে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বাংলাদেশের প্রখ্যাত আইনজীবী, প্রয়াত সিনিয়র অ্যাডভোকেট জনাব মাহবুবুর রহমানের কন্যা। দেশের আইনাঙ্গনে সুপরিচিত এই ব্যক্তিত্বের উচ্চ নৈতিক মূল্যবোধ ও আদর্শ তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ও বিচারিক প্রজ্ঞাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

আইনের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ গড়ে ওঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদে অধ্যয়নকালে, যেখানে তিনি এলএলবি ও এলএলএম ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি যথাক্রমে ১৯৯২, ১৯৯৪ এবং ২০০২ সালে জেলা আদালত, হাইকোর্ট বিভাগ এবং আপীল বিভাগে আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন।

পরবর্তীতে তিনি ২৩ আগস্ট ২০০৪ তারিখে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং ২৪ মার্চ ২০২৫ তারিখে আপীল বিভাগের বিচারপতি হিসেবে উন্নীত হন।

তাঁর উজ্জ্বল বিচারিক কর্মজীবনে তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ ও দৃষ্টান্তমূলক রায় প্রদান করেছেন, যা সাংবিধানিক প্রাধান্য, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠাকে আরও শক্তিশালী করেছে। তাঁর প্রদত্ত রায়ের মাধমে বাংলাদেশের সংবিধানের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ এবং একটি অধ্যায় পুনরুজ্জীবিত হয়েছে, যার মধ্যে ‘গণভোট (Referendum)’ এবং ‘তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা’ পুনর্বহাল সংক্রান্ত বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত।

বিচারিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি আদালত প্রাঙ্গণে যৌন হয়রানির অভিযোগ গ্রহণের জন্য গঠিত কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া তিনি সুপ্রীম কোর্টের বিচারিক সংস্কার বিষয়ক বিশেষ কমিটির সদস্য হিসেবেও যুক্ত আছেন।

একটি গুরুত্বপূর্ণ ও দৃষ্টান্তমূলক রায়ে তিনি ধর্ষণ-সংক্রান্ত মামলায় ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৮টি নির্দেশনা প্রদান করেন।

২০০৬ সাল থেকে তিনি বাংলাদেশের বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষন ইনস্টিটিউটে ভবিষ্যৎ বিচারকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে বিচারিক শিক্ষার ধারাবাহিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। ২০২৬ সালের ২১ জানুয়ারি তিনি বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের (BJSC) প্রথম নারী চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

তিনি দক্ষিণ কোরিয়া ও ফিলিপাইনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনসমূহে অংশগ্রহণ করেছেন। আন্তর্জাতিক নারী বিচারক সমিতির একজন গর্বিত সদস্য হিসেবে তিনি আইন ও বিচার ব্যবস্থায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং সর্বস্তরের মানুষের জন্য মানবতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।